পৌরাণিক যুগ—পৌরাণিক যুগে সঙ্গীত : 'পুরাণ' শব্দের আভিধানিক অর্থ হইল—পৌরাণিক, প্রাচীন কথা, পুরাতন এবং সেকেলে। বিভিন্ন উপনিষদে 'পুরাণ' শব্দটি নানা ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৈদিক যুগের আখ্যান, উপাখ্যান ইত্যাদি ইতিহাসের প্রতিশব্দ হিসাবে 'পুরাণ' কথাটি ব্যবহৃত হইয়াছে। 'ব্যাস নারায়ণ অংশ ঋষিগণ অবতংস যাহা হইতে আঠার পুরাণ'। অর্থাৎ প্রধান তথা প্রাচীন পুরাণের সংখ্যা ১৮টি। যেমন—(১) ব্রহ্ম পুরাণ, (২) পদ্ম পুরাণ, (৩) বিষ্ণু পুরাণ, (৪) শিব পুরাণ, (৫) ভাগবত পুরাণ, (৬) নারদ পুরাণ, (৭) মার্কণ্ডেয় পুরাণ, (৮) অগ্নি পুরাণ, (৯) ভবিষ্য পুরাণ, (১০) ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, (১১) লিঙ্গ পুরাণ, (১২) বরাহ পুরাণ, (১৩) স্কন্দ পুরাণ, (১৪) বামন পুরাণ, (১৫) কূর্ম্ম পুরাণ, (১৬) মৎস্য পুরাণ, (১৭) গরুড় পুরাণ, (১৮) ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ।

উপরোক্ত পুরাণাদি গ্রন্থ সমূহে প্রাচীন ধর্ম্ম কথা, রাজবংশীয় আখ্যান, উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে। ইহাছাড়া উপপুরাণও বহুসংখ্যক রহিয়াছে। অধিকাংশ পুরাণ সমূহে তৎকালীন সঙ্গীতের যে ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে ইহা বর্ত্তমানের নিরিখে বিচার্য্য তথা বিশ্লেষণের দাবী রাখে। তৃতীয় হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে গুপ্তযুগে মার্কণ্ডেয়, বায়ু, বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ সমূহ সংকলিত হইয়াছিল। সুতরাং উক্ত পুরাণ সমূহ হইতে গুপ্তযুগের সঙ্গীতের পটভূমিকা এবং ইতিহাস আমরা অনেকাংশ জানিতে সক্ষম হই।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ : মার্কণ্ডেয় ঋষির নাম অনুসারে এই পুরাণের নামকরণ হইয়াছে এবং ইহা প্রাচীনতম পুরাণ হিসাবে গণ্য। উক্ত গ্রন্থটি ২৩৭ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে ৩৪ ও ৩৫ নং শ্লোকদ্বয় নৃত্য তথা নর্ত্তকের গুণ-অবগুণ সম্বন্ধে উল্লেখ রহিয়াছে এবং ১২৭ নং অধ্যায়ে নাট্যশাস্ত্রে উল্লেখিত হাব-ভাব, মুদ্রা ও অঙ্গাভাব সম্বন্ধে যে উল্লেখ আছে ইহার অনুসরণে অপ্সরাগণ নৃত্য করিত বলিয়া জানা যায়।

মার্কণ্ডেয় পুরাণের ২৩ নং অধ্যায়ে মূলতঃ সঙ্গীত বিষয়ে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। নাগরাজ সঙ্গীতের অধিষ্ঠাত্রীদেবী সরস্বতীকে সাধনার দ্বারা মুগ্ধ করিয়া বর প্রার্থনা করেন—'আমি ও আমার ভ্রাতা 'কম্বল' সমস্ত প্রকার সঙ্গীত শাস্ত্রে যেন ব্যুৎপত্তি তথা সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হই।' প্রত্যুত্তরে দেবী সরস্বতী তাঁহাদের সঙ্গীত বিষয়ক যে বর প্রদান করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ—'তুমি ও তোমার ভ্রাতা ৭ স্বর, ৭ গ্রাম, ৭ বর্ণ, ৭ প্রকার গীতি, ৭ মূর্চ্ছনা, ৪৯ তান, ৩ গ্রাম (ষড়জাদি তিন গ্রাম), ৪ প্রকার পদ, ৩ প্রকার তাল, ৩ প্রকার লয়, ৩ প্রকার জ্যোতি এবং চার প্রকার বাদ্যের বাদ্য বিষয়ে সম্যক জ্ঞান লাভ এবং ত্রিলোকে তোমরা সঙ্গীতে সমাদর লাভ করিবে।' উক্ত অধ্যায়ে পটাহ, পণব, দোর্দুর, মৃদঙ্গ, বীণা, বেণু,

দেবদুন্দুভি, পুষ্কর ইত্যাদি বহুপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের উল্লেখ রহিয়াছে। এই যুগে সঙ্গীতে ত্রিধারা (গীত, বাদ্য, নৃত্য) যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল ইহা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ইহা ছাড়া সামাজিক অনুষ্ঠানে ও বিবাহ বাসরে গীত, বাদ্য, নৃত্যের প্রচলন ছিল। মার্কণ্ডেয় পুরাণে অভিনয়েও এক বিশেষ স্থান ছিল বলিয়া জানা যায়।

বায়ু পুরাণ ঃ কতিপয় গবেষক বায়ু পুরাণ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের অংশ বিশেষ বলিয়া মনে করেন। হরিবংশের কিছু কিছু বক্তব্য বায়ু পুরাণে উল্লেখিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই ধারণা হয় যে মহাভারত ও হরিবংশের পরবর্ত্তীকালে বায়ু পুরাণ সৃষ্ট। সপ্তম শতাব্দীর কবি বাণভট্ট বায়ু পুরাণ শ্রবণ করিয়া বলিয়াছেন, উক্ত পুরাণে গুপ্তরাজাদের ইতিবৃত্ত বর্ণিত হইয়াছে। অতএব স্বাভাবিক ভাবেই ধারণা হয় যে খৃষ্টীয় তৃতীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বায়ুপুরাণ লিখিত হইয়া ছিল। বায়ু পুরাণে সঙ্গীতকে গান্ধর্ব্ব গান নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই পুরাণে শিক্ষাকার নারদের 'স্বরমণ্ডল'-এর বিশদ বিবরণ রহিয়াছে। ইহা হইতে ষড়জাদি সপ্তস্বর, তিন গ্রাম, ২১ মূর্চ্ছনা তথা সৌবীরী ইত্যাদির পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ু পুরাণে মধ্যম গ্রামের সাতটি মূর্চ্ছনা সমূহ যথা—সৌবীরী, হরিণাশ্বা, কলোপনতা, শুদ্ধমধ্যা, মার্গী, পৌরবী, হৃশ্যকা ইত্যাদির পরিচয় রহিয়াছে এবং উল্লেখিত মূর্চ্ছনাগুলিকে বিশেষ বিশেষ দেবতা হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে কোন মূর্চ্ছনা হইতে কোন্ প্রকার সিদ্ধিলাভ ঘটিতে পারে। বায়ু পুরাণে ৩০০ অলঙ্কারের বর্ণনা রহিয়াছে যদিও ভরত নাট্যশাস্ত্রে ও সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে যথাক্রমে—৩৩ ও ৬৩ প্রকার অলঙ্কারের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই পুরাণে তিন সপ্তকের বর্ণনা ব্যতীত আরো অন্যান্য সঙ্গীত অলঙ্কারের উল্লেখ রহিয়াছে। বায়ু পুরাণে মদ্রক, গীত তথা বহির্গীত প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—স্বরসমূহ যথাযথ রূপে আলাপ ক্রিয়ায় ব্যবহার করা হইলে ইহাকে 'গীত' বলা হয়। অপরপক্ষে নির্দ্দিষ্ট স্বর প্রয়োগে অন্যান্য তথা ভিন্ন স্বরে লীলায়িত হইলে ইহাকে 'বহির্গীত' হিসাবে গণ্য করা হইবে। কিন্তু ভরত অনুসৃত গীত-বহির্গীত তথা মদ্রকের সহিত ইহার কোন সঙ্গতি নাই। এই পুরাণে বলা হইয়াছে গান্ধর্ব্ব, অপ্সরা এবং কিন্নরীগণ সঙ্গীত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এই সময়ে ঢোল (অবনদ্ধ), সুষির ও তন্ত্রবাদ্যের বহুল প্রচলন ছিল বলিয়া জানা যায়। অনুমান করা যায় যে তৎসময়ে রাজকুল ও ধনবান (রহিস) ব্যক্তিদের মধ্যে সঙ্গীত খুব প্রসার লাভ করিয়াছিল। এই সময় অনেক সঙ্গীত বাদ —পণব, ডিমডিম, দুন্দুভি, গোমুখ, ঝরঝর, মৃদঙ্গ, পটাহ, শঙ্খ, তুম্বা, বীণা-বেণু প্রভৃতির উল্লেখ পাওয়া যায় এবং গান্ধর্ব্ব ও অপ্সরাগণ বাদ্য যন্ত্রের সহিত গান করিতেন। অনুমান করা যায় যে ঋক্ প্রাতিশাখ্যের যুগ অপেক্ষা তৎসময়ে সঙ্গীত বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বায়ু পুরাণে বলা হইয়াছে গান্ধর্ব্ব বিদ্যা ১৮ প্রকার বিদ্যার অন্যতম। এই গ্রন্থের ৮৬ ও ৮৭ অধ্যায়ে সঙ্গীত বিষয়ক বিশদ আলোচনা রহিয়াছে। এই পুরাণে তানের যে নামকরণ করা

হইয়াছে তাহা অন্যান্য গ্রন্থের নাম হইতে ভিন্ন। বায়ু পুরাণে ভরত মুনিকৃত নাট্যশাস্ত্রের কোন প্রকার উল্লেখ নাই। ফলে অনেক বিদগ্ধজন মনে করেন যে নাট্যশাস্ত্রের পূর্ব্বেই এই পুরাণ রচিত হইয়াছিল।

বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ : (বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মকরন্দকার নারদের পরবর্ত্তীকালে অর্থাৎ পঞ্চদশ বা ষোড়শ শতাব্দীতে সৃষ্ট বলিয়া ধারণা হয়। উক্ত পুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সঙ্গীত বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে। দেবর্ষি নারদ সঙ্গীতকে 'গানঞ্চব্রহ্ম' এবং সঙ্গীত ও বিষ্ণু-অভিন্ন এইরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। সঙ্গীতকে তৎসময়ে যোগ সাধনার একটি প্রক্রিয়া হিসাবে গণ্য করা হইত এবং বিশ্বাস করা হইত যে সঙ্গীত দ্বারা 'কুল কুণ্ডলিনী' জাগ্রত করা মোক্ষ প্রাপ্তির সোপান স্বরূপ। কোন্ মূর্চ্ছনা হইতে কোন্ কাজের সিদ্ধিলাভ হইতে পারে ইহাও এই পুরাণে বর্ণিত আছে। বৃহৎধর্ম্ম পুরাণে নাদ, ২২ শ্রুতি, সপ্তস্বর, তিন গতি, ছয় রাগ এবং প্রত্যেকটি রাগের ৬ (ছয়) স্ত্রী অর্থাৎ ৬×৬=৩৬ রাগিণী ও তাহাদের পরিবারের বিশদ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত রাগ-রাগিণী ও পরিবারে মাধ্যমে ৫ কোটি ৫ লক্ষ ১ হাজার রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি কথা বর্ণিত হইয়াছে।) এই পুরাণে বলা হইয়াছে গায়কের জন্য দুইটি বিষয় সবিশেষ প্রয়োজনীয় : (১) সুকণ্ঠ (২) সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় বিধি সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান। মার্গ সঙ্গীত অনুশীলনে স্বর প্রয়োগের কুশলতা, মনোহারিত্ব তথা ঔপপত্তিক বিশেষ জ্ঞান থাকা একান্ত প্রয়োজনীয় অন্যথায় ইহা দেশী সঙ্গীতের পর্য্যায়ভুক্ত হইবে। সঙ্গীতের ভাষা পদগত অর্থপ্রকাশ করিয়া 'রসসাক্ষাৎকারী' অর্থাৎ নবরসের সৃষ্টি করে, যাহার দ্বারা প্রাণীকুল রস সম্যক ভাবে গ্রহণ করিয়া অনিন্দ্যসুন্দর সঙ্গীতে তৃপ্তি লাভ করে। 'বৃহদ্দেশী' গ্রন্থকার মতঙ্গমুনি তিন সপ্তকের ২২×৩=৬৬ শ্রুতি উল্লেখ করিয়াছেন। বৃহৎধর্ম্ম পুরাণের গ্রন্থকারও এই মতের পক্ষপাতী।(এই পুরাণে সর্ব্বপ্রথম রাগের ধ্যান রূপ পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'রাগ বিবোধ' গ্রন্থের রচয়িতা পণ্ডিত সোমনাথ খুব সম্ভবত বৃহৎধর্ম্ম পুরাণ হইতে অনুপ্রাণিত হইয়া রাগের ধ্যান রূপ বর্ণনা করিয়াছেন।)

(নর্ত্তক ও গণিকা পৌরাণিককালেও ছিল। তৎসময় তাদের বিশেষ সম্মান ছিল।) আম্রপালী গৌতম বুদ্ধকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইয়া ছিলেন। এবং গ্রীক গণিকা 'আস্পাশিয়া' দার্শনিক 'সুকরাত'কে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। 'মৃচ্ছকটিক' নায়িকা 'বসন্তসেনা'ও এক নর্ত্তকী এবং যিনি উজ্জয়িনীর রত্নস্বরূপা হিসেবে পরিগণিতা হইতেন। (কথাসরিৎসাগরে আছে দক্ষিণ ভারতের রাজধানী 'প্রতিষ্ঠানপুরে' মদনমালা নামে একজন বারাঙ্গনা ছিলেন। তাহার প্রাসাদ রাজপ্রাসাদ অপেক্ষা অনেক সুন্দর ছিল। ঘোড়া, হাতী এবং তাহার নিজস্ব রক্ষক হিসাবে সিপাহী ছিল।) এই বারাঙ্গনা ছদ্মবেশে রাজা বিক্রমাদিত্যকে স্নান ও পুষ্প, বস্ত্রভূষনাদি পরিধান করাইয়া বিভিন্ন প্রকারে রাজাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। (এই পুরাণে ১২৪ অধ্যায়ে দেবদত্তা নামে

উজ্জয়িনীতে এক নর্ত্তকীর উল্লেখ আছে যাহার ভবন যে কোন রাজভবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সমস্ত ঘটনা হইতে ইহাই ধারণা হয় যে সঙ্গীত সাধনার সাথে সাথে সর্ব্ব-সাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ইহা ব্যবহৃত হইত। নর্ত্তকী ও গণিকাদের এই প্রভূত উন্নতির দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জীবন এবং দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে সঙ্গীতের কতখানি মুখ্য ভূমিকা ছিল। তৎসময়ে সমাজে সঙ্গীতজ্ঞগণ বিশেষ ধনবান ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এমনকি বারাঙ্গানারাও রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হইত।

পদ্মপুরাণ :—পদ্মপুরাণের ভূমিকায় বলা হইয়াছে, কুলদেবতাগণ এই পুরাণের গান শুনিয়া মুগ্ধ ও প্রসন্ন হন এবং সুরেলা সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া দেবাদিদেব মহাদেব এই ধরিত্রীতে নামিয়া আসেন। এই পুরাণ 'আদি' এবং 'শৃঙ্গার' রসের রসাধিক্যে সৃষ্ট। সঙ্গীতের দ্বারা সমস্ত দেবতাগণকে প্রসন্ন করা যায়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্কন্দপুরাণ :—স্কন্দ পুরাণের 'কাশীখণ্ডে' সাত স্বর ও ছয় রাগে তথা প্রতি রাগের পাঁচ-পাঁচটি স্ত্রীর=ত্রিশ স্ত্রী ও ১০১টি তালের বর্ণনা রহিয়াছে। 'নগর খণ্ড'তে রাগ-রাগিণীর বিশদ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। ইহাও বলা হইয়াছে যে, কোন্ চক্রের সহিত কোন্ রাগের সম্বন্ধ রহিয়াছে।

লিঙ্গ পুরাণ :—দেবর্ষি নারদ কি প্রকার পরিশ্রম ও নিষ্ঠার দ্বারা 'তম্বুরু'র ন্যায় সঙ্গীতাচার্য্যের সমকক্ষ হইয়াছিলেন ইহার বিশদ বিবরণ হইতে বর্ণিত হইয়াছে। এই পুরাণে গায়ক কিভাবে হওয়া যায় এবং গায়কের গুণ-দোষ প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।